জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২২ জানুয়ারি (বুধবার)

[সময়কালঃ ২২.০১.২০২০–২৬.০১.২০২০]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। রংপুর, ময়মনসিংহ, ও সিলেট বিভাগসহ রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, যশোর, চুয়াডাঙা, বরিশাল, টাংগাইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর জেলা সমূহের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরণের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং কিছু কিছু এলাকায় তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার শেষের দিকে রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে।

জেলাভিত্তিক মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আবহাওয়া প্রধানত: শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই রবি ফসল সংগ্রহ এবং সেচ, সার, বালাইনাশক প্রয়োগ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেওয়া হলো। শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা, ও মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে মাঠে দণ্ডায়মান ফসল, গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মৎস্যের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা আলাদা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। প্রধান প্রধান ফসল, গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মৎস্যের জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- বহুবর্ষজীবী সবজির ক্ষেত্রে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পরিপক্ক টমেটো সংগ্রহ করুন।

বোরো ধান:

- সেচ দিয়ে বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- ভালোভাবে অঙ্কুরোদগমের জন্য বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে দিন।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা দিনের বেলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বীজতলায় ২-৩ সে.মি. পানির স্তর বজায় রাখুন।
- চারা রোপনের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।

বীজতলা থেকে চারা রোপণ-

- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন।

বোরো ধান (হাওর অঞ্চল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও সিলেট)

- ৩-৪ বার চাষ দিয়ে মূল জমি তৈরি করতে হবে।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন।

গম:

- ৫০-৫৫ দিন বয়স হলে সেচ প্রয়োগ করুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, জ্যাসিড বা ইঁদুরের আক্রমণ এবং ব্লাস্ট, পাতার মরিচা রোগ, পাতা পোড়া, পাতায় দাগ রোগ, গোড়া পচা, পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।
- গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় নিয়মিত সেচ প্রদান করুন।

সরিষা:

- প্রয়োজন অনুযাযী সেচ প্রয়োগ করুন। আগাছা নিধন করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।
- জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন। সেচ দিন।

ভুট্টা:

- বপনের ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- বপনের ৬০-৭০ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- ভুট্টায় ফল আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নিয়মিত বিরতিতে সেচ প্রয়োগ করুন।
- রবি ভুট্টায় বৃদ্ধি পর্যায়ে পাতলাকরণ করতে হবে।

মসুর:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- ৩০-৩৫ দিন বয়স হলে জমি থেকে আগাছা নিধন করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২% হারে পানিতে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল ৯-১০ টার মধ্যে স্প্রে করুন।
- ঢলে পড়া রোগ হলে সপ্তাহে দুইবার প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

আলু:

- হালকা সেচ প্রদান করুন। কন্দ লাগানোর ৬০ দিন পর দ্বিতীয় এবং ৮০ দিন পর তৃতীয় সেচ প্রদান করতে হবে।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- সেচ প্রয়োগ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর, শোষক পোকা, টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে। লিফ মাইনর নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। শোষক পোকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। টিক্কা রোগের জন্য প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০ গ্রাম+কার্বেন্ডাজিম @ ২০০ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- নারিকেল গাছে ১৫ দিন পর পর সেচ প্রয়োগ করুন।
- আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমানে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২২ জানুয়ারি ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২১ জানুয়ারি ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২২ জানুয়ারি, ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২৪.৪	১৪.১	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৩.৬	০৯.৩
	টাঙ্গাইল	০০	২৩.০	০৮.৫		ঈশ্বরদী	০০	২৩.৮	০৯.৮
	ফরিদপুর	০০	২৪.৭	০৯.৮		বগুড়া	০০	২২.৬	১০.৬
	মাদারীপুর	০০	২৪.৭	১০.০		বদলগাছী	০০	২১.০	০৯.৫
	গোপালগঞ্জ	০০	২৫.০	০৯.৩		তাড়াশ	০০	২১.০	১১.৩
	নিক্‌লি	০০	২৩.৫	১০.০					
					রংপুর	রংপুর	০০	২০.৫	০৯.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৩.৩	০৯.৫		দিনাজপুর	০০	২১.৫	০৯.০
	নেত্রকোনা	০০	২৩.৫	০৯.৬		সৈয়দপুর	০০	২১.৩	০৮.৮
						তেঁতুলিয়া	০০	২০.৫	০৭.৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৫.২	১২.৮		ডিমলা	০০	১৮.৬	০৭.৮
	সন্দ্বীপ	০০	২৫.৭	১১.৫		রাজারহাট	০০	১৯.৭	০৭.২
	সীতাকুন্ড	০০	২৭.০	০৯.০					
	রাঙ্গামাটি	০০	২৬.০	১৪.৩	খুলনা	খুলনা	০০	২৪.৫	১১.৮
	কুমিল্লা	০০	২৫.৫	১০.৫		মংলা	০০	২৫.২	১২.৬
	চাঁদপুর	০০	২৫.২	১৩.০		সাতক্ষীরা	০০	২৫.৪	১১.৪
	মাইজদীকোর্ট	০০	২৫.০	১৩.৫		যশোর	০০	২৫.৮	০৮.৬
	ফেনী	০০	২৫.৮	১০.৮		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৪.৬	০৮.৫
	হাতিয়া	০০	২৬.০	১২.৮		কুমারখালী	০০	২৪.৪	১০.৮
	কক্সবাজার	০০	২৬.৪	১৪.৪					
	কুতুবদিয়া	০০	২৫.০	১৩.৫	বরিশাল	বরিশাল	০০	২৫.৮	০৯.৭
	টেকনাফ	০০	২৯.৮	১৪.৬		পটুয়াখালী	০০	২৬.০	১১.৩
						খেপুপাড়া	০০	২৬.১	১১.২
সিলেট	সিলেট	০০	২৫.৫	০৯.৯		ভোলা	০০	২৪.৮	১০.৬
	শ্রীমঙ্গল	০০	২৪.৬	০৬.৩					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.৪৭ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৫৭ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশাঃ মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে।

শৈত্য প্রবাহঃ রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগসহ টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, নিকলী, রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল ও সীতাকুন্ডু অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২১ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

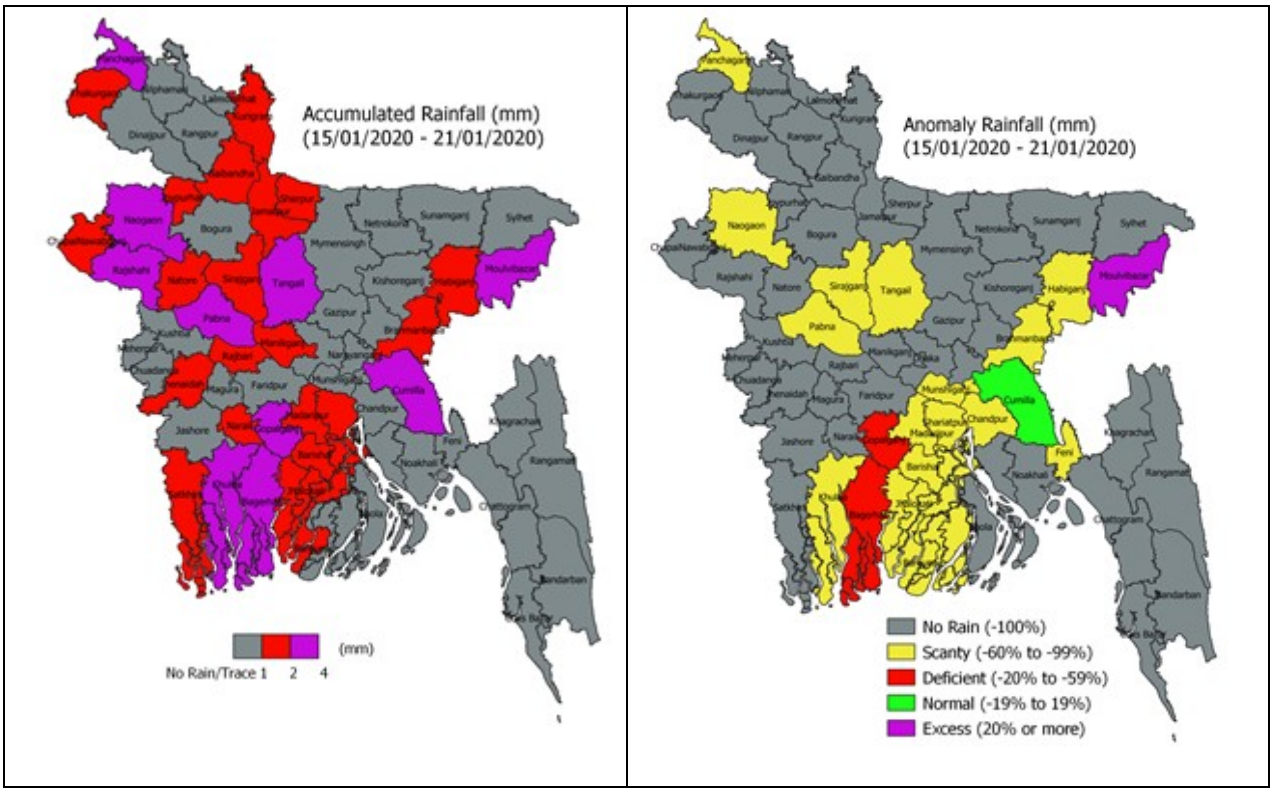

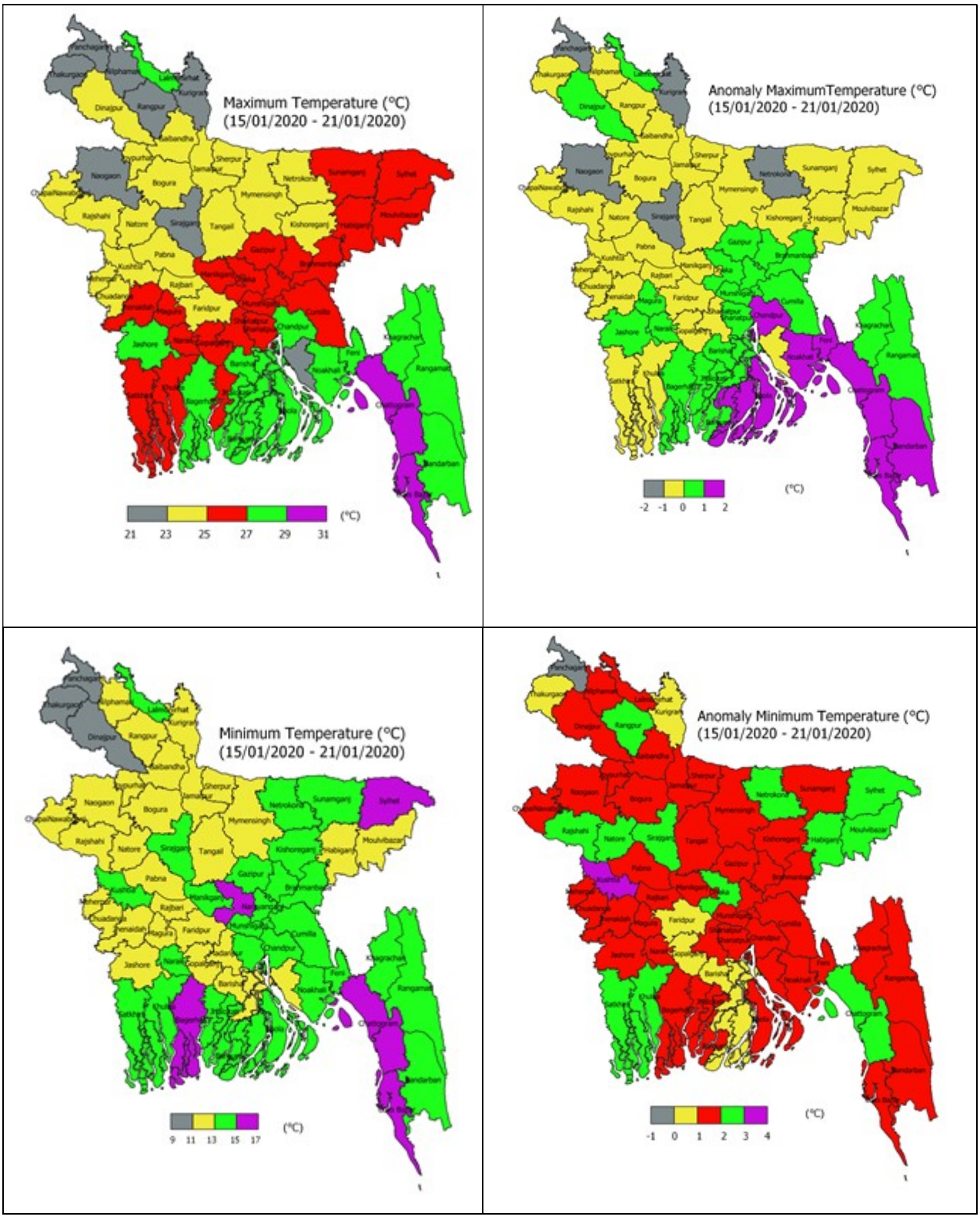
Maximum Temperature (°C)
(15/01/2020 - 21/01/2020)
21 23 25 27 29 31 (°C)
Anomaly MaximumTemperature (°C)
(15/01/2020 - 21/01/2020)
-2 -1 0 1 2 (°C)
Minimum Temperature (°C)
(15/01/2020 - 21/01/2020)
9 11 13 15 17 (°C)
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(15/01/2020 - 21/01/2020)
-1 0 1 2 3 4 (°C)

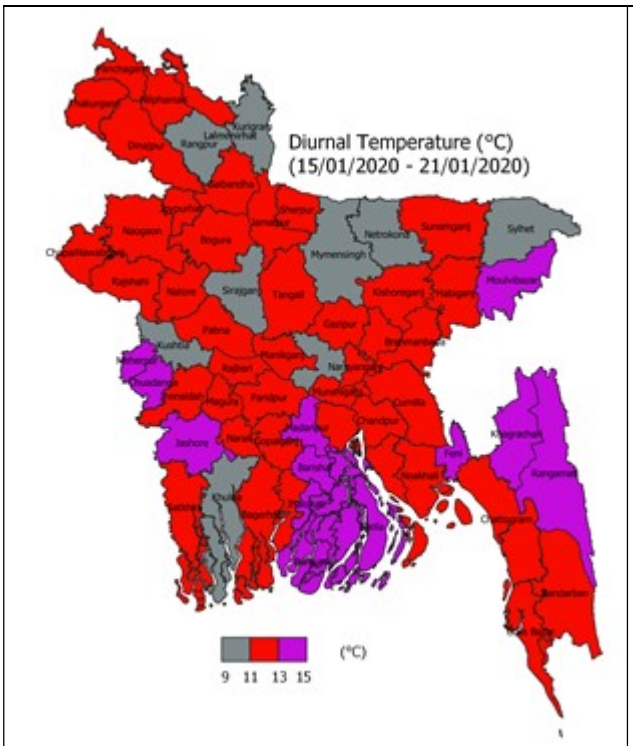
Diurnal Temperature (°C)
(15/01/2020 - 21/01/2020)
(°C)
9 11 13 15

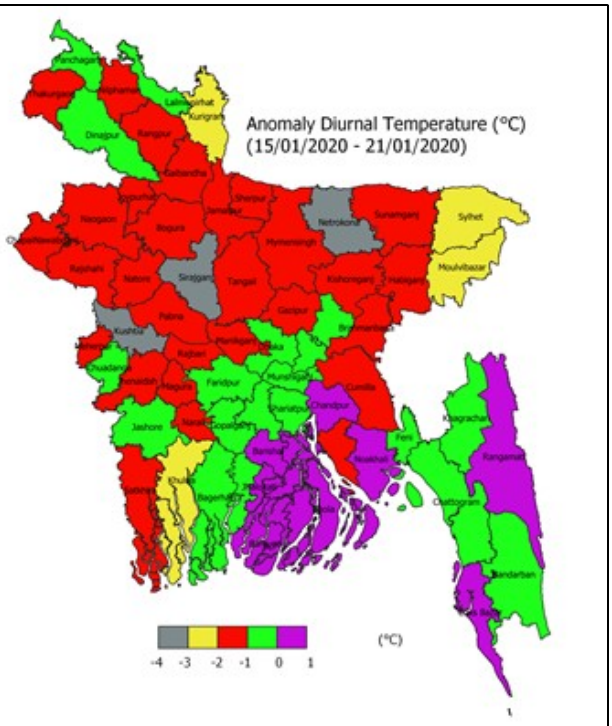
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(15/01/2020 - 21/01/2020)
(°C)
-4 -3 -2 -1 0 1

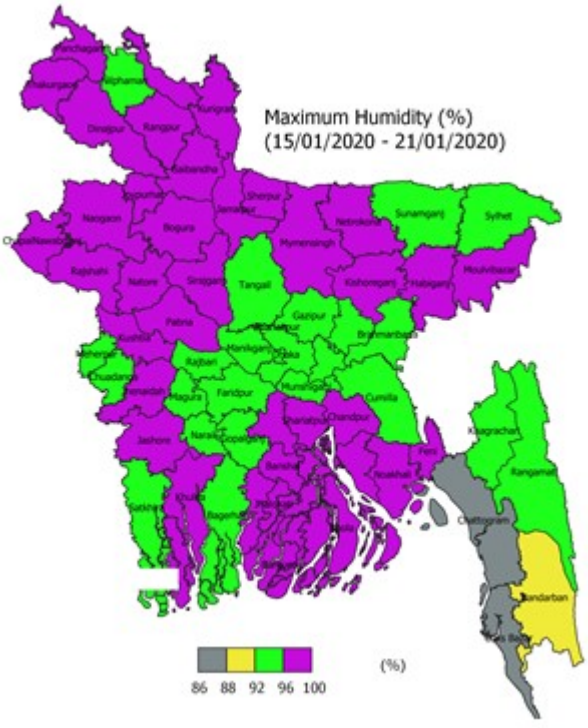
Maximum Humidity (%)
(15/01/2020 - 21/01/2020)
(%)
86 88 92 96 100

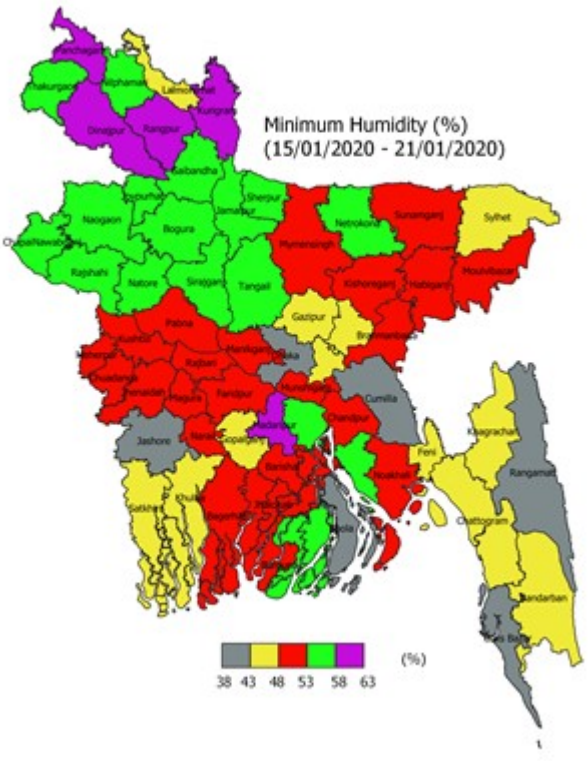
Minimum Humidity (%)
(15/01/2020 - 21/01/2020)
(%)
38 43 48 53 58 63

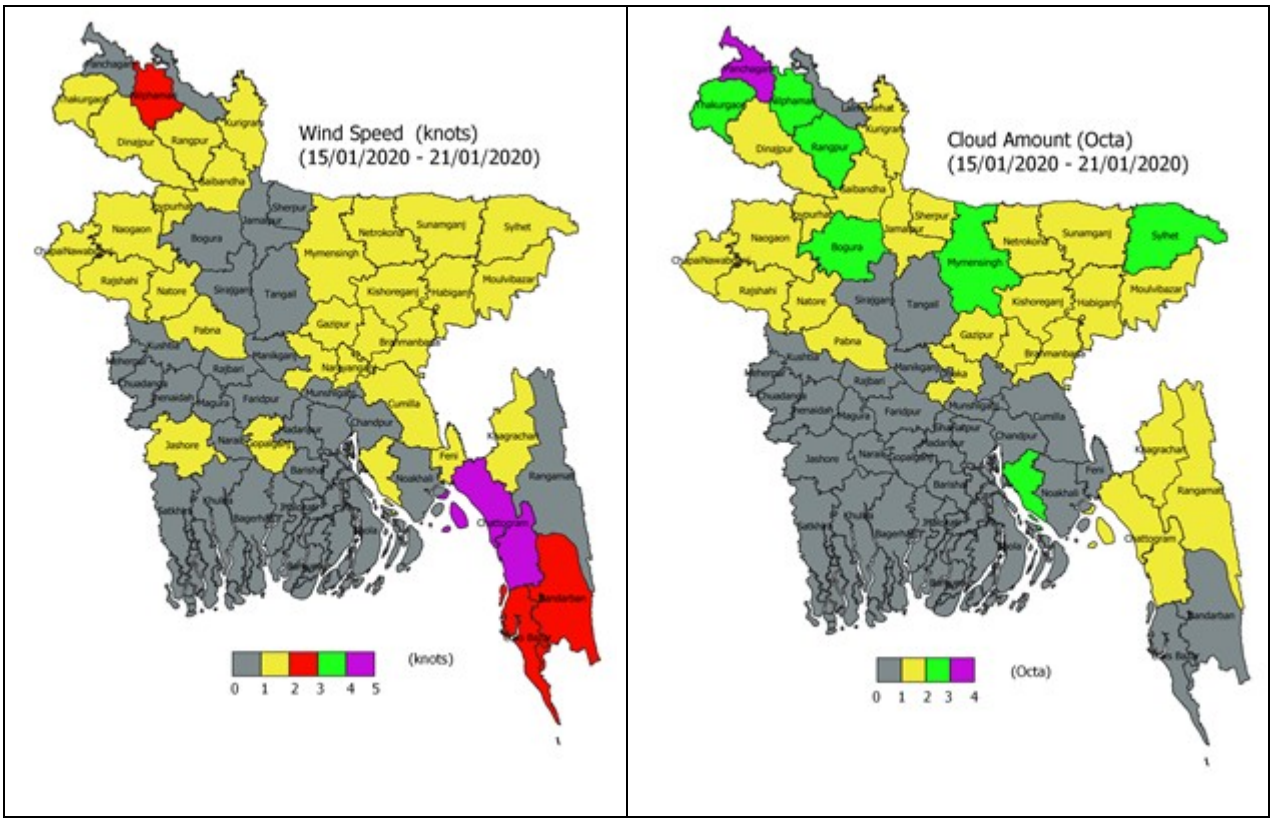

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২/০১/২০২০ হতে ০১/০২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.০০ থেকে ৭.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে প্রথমার্ধে সারাদেশের আকাশ আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে (দু এক দিন) ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি.মি./দিন) অথবা গুড়ি গুড়ি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে ।
- এ সময়ে সারাদেশে শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত কিছু কিছু স্থানে হাল্কা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২ জানুয়ারি হতে ২৬ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত)

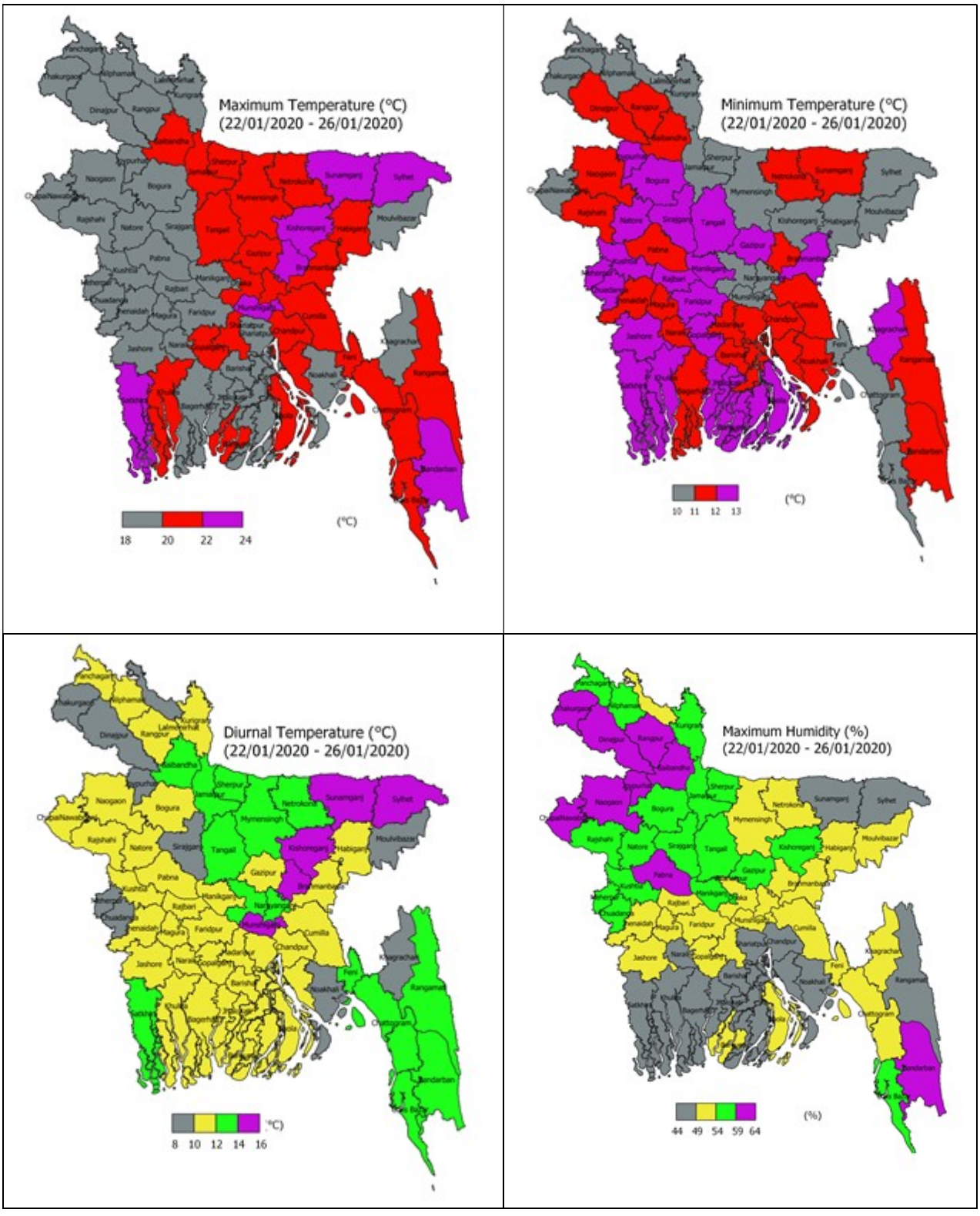
Maximum Temperature (°C)
(22/01/2020 - 26/01/2020)
18 20 22 24
(°C)
Minimum Temperature (°C)
(22/01/2020 - 26/01/2020)
10 11 12 13
(°C)
Diurnal Temperature (°C)
(22/01/2020 - 26/01/2020)
8 10 12 14 16
°C)
Maximum Humidity (%)
(22/01/2020 - 26/01/2020)
44 49 54 59 64
(%)

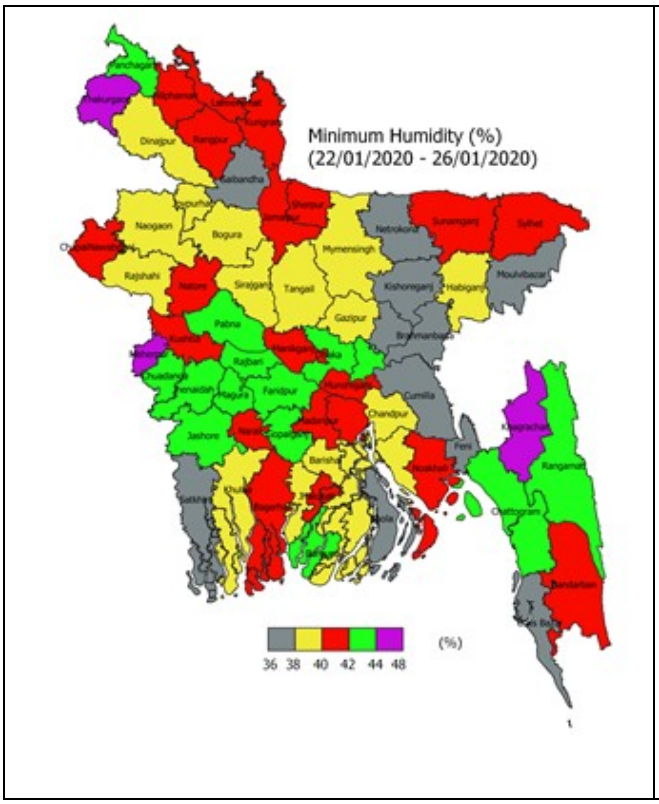

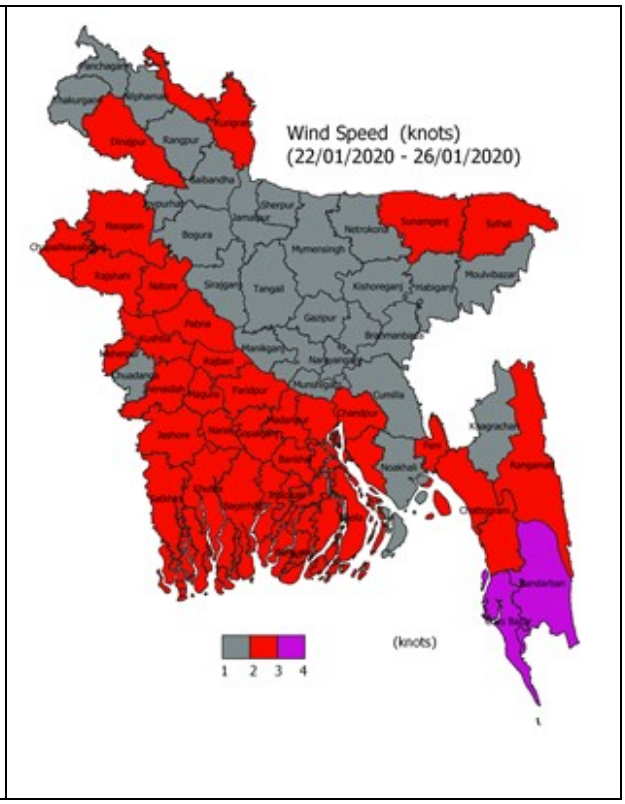

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 02 (08 January-14 January 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

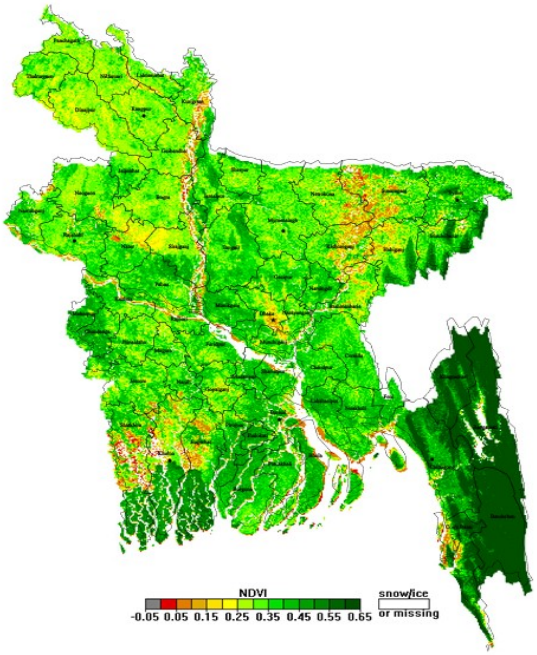

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 02 (08 January-14 January 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

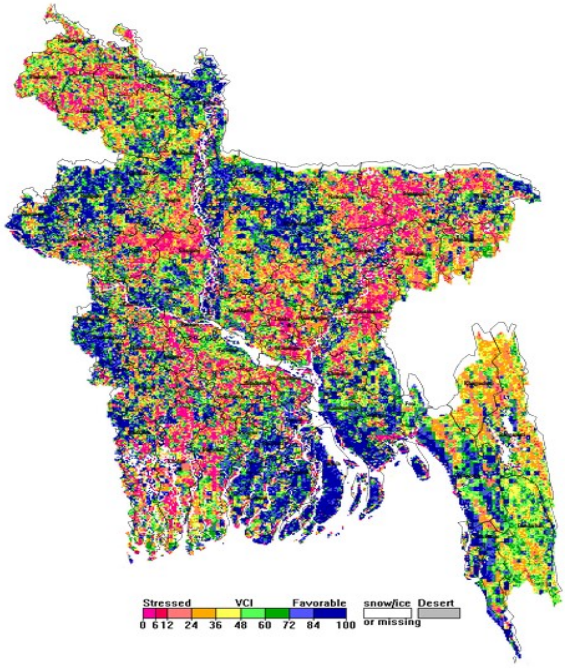

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 02 (08 January-14 January 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

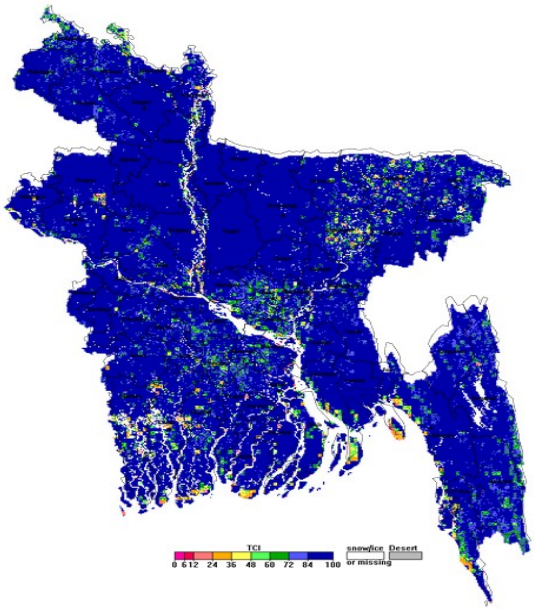

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 02 (08 January-14 January 2020) over Agricultural regions of Bangladesh